অধ্যায়-১: পরিচিতি

ধারা-১: নাম:

এই সংগঠন "কোম্পানীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, ইউ ইস এ" নামে পরিচিত হবে। ইংরেজিতে লিখা হবে:

Companigonj Welfare Association, U S A.

ধারা-২: গঠনতন্ত্রে উলেখিত বিভিন্ন শব্দের অর্থ:

এই গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত নিম্নোক্ত শব্দ সমূহের অর্থ নিম্নরূপ বুঝতে হবে:

ক) সমিতি: কোম্পানীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন
খ) এলাকা: কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা
গ) কমিটি: কার্যনির্বাহী কমিটি
ঘ) পরিষদ: উপদেষ্টা পরিষদ
ঙ) কমিশন: নির্বাচন কমিশন
চ) বোর্ড: ট্রাষ্টি বোর্ড
ছ) অধিবাসী: কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার নাগরিক
জ) সদস্য: সদস্য বা সদস্যা

ধারা-৩: প্রতিষ্ঠা ও স্থান:

২১ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ ইং, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।

ধারা-৪: ঠিকানা:

সমিতির বর্তমান নিজস্ব ভবন প্রধান অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হবে এবং ঠিকানা হবে:

Companigonj Bhaban
61 Church Ave
Brooklyn, NY 11218

ধারা-৫: আদর্শ:

এই সমিতি একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত হবে যা ইন্টারনাল রেভেনিউ কোড ৫০১ (সি)(৪) এর অন্তর্গত।

ধারা-৬: উদ্দেশ্য:

মেরিকায় বসবাসরত কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার অধিবাসীদের সংঘবদ্ধ করে পরস্পরের মাঝে ভাতৃত্ববোধ, সোহার্দ্য ও সম্প্রীতির বন্ধনকে সুদৃঢ় করার পাশাপাশি সমিতির সদস্যদের সহায়তা করা এবং এলাকার জনগণকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও র্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে এলাকা এবং মেরিকা প্রবাসী কোম্পানীগঞ্জবাসীর মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে মহান সৃষ্টিকর্তার নির্দেশিত পথে অমানবতার সেবাই এই সমিতির উদ্দেশ্য।

ধারা-৭: কর্মসূচি:

সমিতির উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নিম্নোক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা হলোঃ

১) যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত এবং ভবিষ্যতে গত এলাকার সকল অধিবাসী ও তাদের উত্তরাধিকারীদের এই সমিতির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা।

২) সমিতির সদস্য সদস্যাদের জন্য আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি:

ক) নিয়মিত সদস্য চাঁদা পরিশোধ করা সাপেক্ষে সমিতির সদস্য মেরিকায় মৃত্যু বরণ করলে তাঁকে ৭,০০০ (সাত হাজার) ডলার মরণোত্তর সহায়তা করা হবে। এক্ষেত্রে মৃতদেহ বাংলাদেশে পাঠানোর বা মেরিকায় দাপনের (ফিউনারেল) খরচ বহন করা হবে এবং বাকি অর্থ (যদি থাকে) তাঁর পরিবার বা মনোনীত ব্যক্তিকে প্রদান করা হবে।

খ) নিয়মিত সদস্য চাঁদা পরিশোধ করা সাপেক্ষে সমিতির সদস্য যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে (যেমন বাংলাদেশে) মৃত্যু বরণ করলে তাঁর পরিবার বা মনোনীত ব্যক্তিকে ৪,০০০ (চার হাজার) ডলার সহায়তা প্রদান করা হবে।

গ) ন্যূনতম ২ বছরের সদস্যপদ ও নিয়মিত সদস্য চাঁদা পরিশোধ করা থাকলে এবং কোন সদস্য সদস্যপদ প্রত্যাহার করে স্থায়ীভাবে মেরিকা ত্যাগ করলে তাঁকে ১.০০০ (এক হাজার) ডলার সহায়তা দেওয়া হবে।

ঘ) কোন নিয়মিত সদস্যের অপ্রাপ্ত বয়স্ক (১৮ বছরের নিম্নে) সন্তান মারা গেলে ঐ সন্তানের লাশ দাপনের জন্য সমিতির কবরস্থানে বিনামূল্যে কবরের জায়গা দেওয়া হবে।

ঙ) জীবন সদস্য ছাড়া অন্য কোন সদস্য র্থিক সহায়তা পাওয়ার অধিকারী হলে, তাঁকে জীবন সদস্য চাঁদা (১৫০০ ডলার) পর্যন্ত সমপরিমান (অপরিশোধিত) চাঁদা বাদে বাকি অর্থ সহায়তা দেওয়া হবে।

৩) কোম্পানীগঞ্জ এলাকার কল্যাণার্থে শিক্ষা সহায়ক, দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্যসেবা, প্রাকৃতিক দূর্যোগে সহায়তা ও বিভিন্ন জনহিতকর কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

৪) বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের মাঝে সেতুবন্ধনের নিমিত্তে খেলাধুলার য়োজন ও বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ , বার্ষিক পিকনিক ও ইফতার পাটি য়োজন , বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন, মতবিনিময় সভা এবং বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বিনোদনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
৫) প্রতিবছর শিক্ষাবৃত্তি (কমপক্ষে ১০০০ ডলার) দেওয়া হবে। কমিটি সমিতির ফান্ড অনুযায়ী বৃত্তির পরিমাণ পরিবর্তন করতে পারবে এবং বৃত্তি প্রদানের জন্য নিয়মনীতি প্রণয়ন করবে।

ধারা-৮: কর্ম এলাকা:

যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার সকল অধিবাসী ও তাদের উত্তরাধিকারী এবং সমগ্র কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা এই সমিতির কার্যক্রমের ওতাভূক্ত।

অধ্যায়-২: সদস্য/সদস্যা

ধারা-৯: সদস্য হবার যোগ্যতা ও নিয়মাবলী:

১) যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার (ক) ১৮ বছর বা তদুর্ধ্বে অধিবাসী বা (খ) তাঁর পরিবার (spouse) বা (গ) পুরুষ অধিবাসীর (অর্থ্যাৎ পিতৃসূত্রে) ১৮ বছর বা তদুর্ধ্বে ছেলেমেয়ে এই গঠনতন্ত্রের সাথে একাত্ন পোষণ করে সমিতির সদস্য হতে পারবেন।
২) কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বাহিরের যে সকল সদস্য/সদস্যা বর্তমানে ছেন তাদের সদস্যপদ অব্যাহত থাকবে।
৩) কোন সদস্য স্থায়ী ভাবে দেশে যাবার সময় যদি সমিতি হতে র্থিক সহায়তা নেন এবং পুনরায় মেরিকায় সেন , সেক্ষেত্রে সমিতি থেকে নেওয়া র্থিক সহায়তা ফেরত দিয়ে সদস্য হতে পারবেন।
৪) সমিতির সদস্য বা সদস্যা হতে হলে নির্দিষ্ট সদস্য ভর্তি ফরম পূরণ করে ২০ ডলার ভর্তি ফি সহ উপরের ১ এর পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রমাণ (পাসপোর্ট বা নাগরিকত্ব সনদের কপি বা অন্যান্ন) জমা দিতে হবে।
৫) একজন সহ-সভাপতির নেতৃত্বে সাংগঠনিক সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নিয়ে গঠিত সদস্য ভর্ত্তি কমিটি যাচাই করে সুপারিশ করলে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের অনুমোদনক্রমে সদস্য হিসাবে গন্য হবেন।

৬) দীর্ঘদিন(পাঁচ বছরের উর্দ্ধে) আমেরিকাতে বসবাসরত কোম্পানীগঞ্জের কোন বাসিন্দা এসোসিয়েশনের সদস্য হতে হলে নূন্যতম পাঁচ বছরের বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করে সদস্য হতে হবে।

৭) কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার কোন বাসিন্দা "কোম্পানীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউ.এস.এ. ইনক্ এর সদস্য না থাকিলে পিতা-মাতা ও শশুর-শাশুরী এসোসিয়েশন এর সদস্য হইতে পারিবেনা।

ধারা-১০: সদস্যদের দায়িত্ব, অধিকার ও ক্ষমতা:

১) সদস্যগণ সমিতির কার্যক্রমের উৎস এবং তাঁদের অংশগ্রহণে সমিতি পরিচালিত হবে।

২) সমিতির উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে ন্তরিক হবেন এবং কমিটি বা সভা কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

৩) নিয়মিত সদস্য চাঁদা পরিশোধ করবেন এবং সমিতির বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবেন।

৪) প্রতি বছরের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সদস্য চাঁদা পরিশোধ করলে উক্ত সদস্য নিয়মিত সদস্য বা ভোটার হিসাবে গণ্য হবেন। তিনি কমিটি গঠনে ও সাধারণ সভায় ভোটাধিকার পাবেন এবং গঠনতন্ত্রে বর্ণিত যে কোন পদে বা উপকমিটিতে অন্তর্ভূক্ত হতে পারবেন।

৫) তবে, সমিতির গঠনতন্ত্র বিরোধী কার্যক্রম, সমিতির অর্থ আত্মসাৎ বা ক্ষতি করার অথবা সমিতির সম্পত্তি বা কাগজপত্রের ক্ষতি করার প্রমাণ থাকলে তিনি গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত কোন পদে মনোনীত বা প্রার্থী হতে পারবেন না।

৬) নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ করলে তিনি সমিতির কর্মসূচির ওতায় সবধরনের সহায়তা পাবার অধিকারী হবেন। তবে ১ বছরের চাঁদা বকেয়া থাকলে সমিতি হতে কোন রকম সহায়তা তিনি দাবি করতে পারবেন না।

ধারা-১১: সদস্য চাঁদা:

১) সমিতির সদস্য চাঁদা হবে বার্ষিক ১০০ ডলার এবং বার্ষিক ভিত্তিতে চাঁদা সংগ্রহ করা হবে।

২) কোন সদস্য ১৫০০ ডলার বা ১৫(পনের) বছর সদস্য চাঁদা পরিশোধ করলে তিনি আজীবন সদস্য হিসেবে গন্য হবেন। তাকে আর সদস্য চাঁদা প্রদান করতে হবে না। উক্ত সদস্যকে "আজীবন সদস্য সনদ" প্রদান করা হবে।

৩) সমিতির নির্ধারিত রসিদে চাঁদা সংগ্রহ করা হবে। কমিটির সকল সদস্য এবং সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের অনুমোদনক্রমে যে কোন সদস্য চাঁদা সংগ্রহ করতে পারবেন ।

৪) ৬০ উর্দ্ধ বয়স্কদের ক্ষেত্রে সদস্য হতে হলে $৫০০ ফরম ফি এবং অতিরিক্ত ১ বছরের চাঁদা সহ সর্বমোট $৬০০ দিয়ে সদস্য হতে পারবেন। এতে সর্বমোট $২০০০ দিয়ে আজীবন সদস্য হতে পারবেন।

ধারা-১২: সদস্যপদ বাতিল:

১) কোন সদস্যের বিরুদ্ধে সমিতির গঠনতন্ত্র বিরোধী কার্যক্রম বা সমিতির অর্থ ক্ষতি বা আসাৎ করার বা সমিতির সম্পত্তি বা কাগজপত্রের ক্ষতি করার প্রমাণ পাওয়া গেলে কমিটি তার সদস্যপদ বাতিল করার ক্ষমতা রাখে। এক্ষেত্রে উক্ত সদস্যকে কারণ দর্শাণো নোটিস সহ আপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে।

২) কোন সদস্য স্থায়ীভাবে মেরিকা ত্যাগ করার সময় র্থিক সহায়তা নিলে বা সদস্যপদ প্রত্যাহার করলে তাঁর সদস্যপদ বাতিল হবে।

৩) কোন সদস্য ৩ বছর চাঁদা পরিশোধ না করলে তাঁর সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে। তবে ১ বছরের চাঁদা বকেয়া থাকলে সমিতি হতে তিনি কোন রকম সহায়তা দাবি করতে পারবেন না।

৪) সদস্যপদ বাতিল হলে কোন সদস্য সমিতির কর্মসূচির ওতায় কোন সহায়তা পাবেন না। তবে তিনি পরবর্তীতে নতুন করে সদস্য হতে পারবেন। উল্লেখ্য যে, পূর্বে পরিশোধকৃত ভর্ত্তি ফি ও চাঁদা এক্ষেত্রে বিবেচিত হবে না।

অধ্যায়-৩: পরিচালনা

সমিতির দর্শ , উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে পরিচালনার জন্য ৩ টি বিভাগ থাকিবে।

ক) কার্যনির্বাহী কমিটি: সমিতির প্রধান চালিকা শক্তি, নীতি নির্ধারন এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন। অধ্যায় ৪ এ কমিটি নিয়ে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

খ) উপদেষ্টা পরিষদ: কমিটির কার্যক্রম পরিচালনায় পরামর্শ ও সহযোগিতা করার জন্য অধ্যায় ৭ অনুযায়ী একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকিবে।

গ) ট্রাষ্টি বোর্ড:সমিতির কার্যক্রমে গতিশীলতা, ধারাবাহিকতা ও শৃংঙ্খলা বজায় রাখার জন্য একটি ট্রাষ্টি বোর্ড থাকিবে যা অধ্যায় ৮ অনুযায়ী গঠন ও দায়িত্ব পালন করিবে।

অধ্যায়-৪: কার্যনির্বাহী কমিটি

ধারা-১৩: কমিটির দায়িত্ব ও ক্ষমতা:

১) কমিটি সমিতির প্রধান চালিকা শক্তি এবং নীতি নির্ধারক। কমিটি সমিতির দর্শ ও উদ্দেশ্য পূরণ , কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত সমূহ কার্যকর করবে।

২) সমিতির সম্পত্তি রক্ষা, সদস্য বৃদ্ধি, চাঁদা ও অনুদান সংগ্রহ; তহবিল বৃদ্ধিকরণ, সংরক্ষণ ও অনিয়মকৃত অর্থ দায় এবং সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় বিধিবিধান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

৩) উপদেষ্টা পরিষদ, ট্রাষ্টি বোর্ড, নির্বাচন কমিশন, অডিট কমিটি, প্রয়োজনে বিভিন্ন কমিটি ও উপকমিটি গঠন, একাউন্ট্যান্ট নির্ধারণ এবং ভোটার বা নিয়মিত সদস্য তালিকা প্রণয়ন করবে।

৪) সমিতির বিভিন্ন কার্যক্রমের য় -ব্যয়ের হিসাব বা বাজেট অনুমোদন করবে।

৫) কমিটির সকল সিদ্ধান্ত, বিধিবিধান ও কার্যক্রম এই গঠনতন্ত্র অনুসারে হতে হবে। তবে যে কোন সিদ্ধান্ত, বিধিবিধান ও কার্যক্রম সমিতির সাধারণ সভা পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনে সংশোধন বা পরিবর্তন করতে পারবে।

ধারা-১৪: কমিটি কাঠামো:

কোম্পানীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ১৫ (পনের) সদস্য বিশিষ্ট ১ টি নির্বাহী কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

১) সভাপতি ১ জন
২) সহ-সভাপতি (১ম ও ২য়) ২ জন
(নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের মাধ্যমে ১ম ও ২য় নির্ধারিত হবে)
৩) সাধারণ সম্পাদক ১ জন
৪) সহ-সাধারণ সম্পাদক ১ জন
৫) কোষাধ্যক্ষ ১ জন
৬) সহ-কোষাধ্যক্ষ ১ জন
৭) সাংগঠনিক সম্পাদক ১ জন
৮) প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ১ জন
৯) অফিস সম্পাদক ১ জন
১০) শিক্ষা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক ১ জন

১১) সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ১ জন
১২) নির্বাহী সদস্য ৩ জন

ধারা-১৫: কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা:

ক) সভাপতি:

১) তিনি সমিতির প্রধান বলে বিবেচিত হবেন এবং সমিতির উদ্দেশ্য, কর্মসূচি ও সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করবেন।
২) তিনি সমিতির সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্ত সমূহ সঠিক প্রত্যয়ন পূর্বক স্বাক্ষর করবেন।
৩) তিনি সমিতির ব্যাংক একাউন্টের একজন পরিচালক হবেন।
৪) তিনি বিভিন্ন সম্পাদকের কার্যক্রম তদারকি করার ক্ষমতা রাখেন।
৫) সমিতির সদস্য চাঁদা দায় করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন।
৬) তিনি উপদেষ্টা পরিষদ ও ট্রাষ্টি বোর্ড এর সমন্বয়, সভা হবান এবং প্রয়োজনে তথ্য সরবরাহ করবেন।
৭) তিনি মেরিকার বাহিরে যেতে হলে কমিটিকে অবহিত করবেন।

খ) সহ-সভাপতি:

১) তিনি সভাপতিকে সহযোগিতা করবেন এবং সভাপতির অনুপস্থিতিতে (যেমন সভায় উপস্থিত না থাকলে বা যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে থাকলে) সভাপতির দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন এবং ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে বিবেচিত হবেন।
২) সভাপতির অনুপস্থিতিতে ১ম সহ -সভাপতি এবং সভাপতি ও ১ম সহ - সভাপতির অনুপস্থিতিতে ২য় সহ-সভাপতি দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন।

গ) সাধারণ সম্পাদক:

১) তিনি সমিতির কার্যনির্বাহী প্রধান বলে বিবেচিত হবেন এবং সমিতির সকল দাপ্তরিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন।
২) তিনি সমিতির উদ্দেশ্য, কর্মসূচি ও সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করবেন।
৩) সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে সভা হবান , সভা পরিচালনা এবং সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্ত সমূহ লিপিবদ্ধ করবেন।
৪) তিনি সমিতির ব্যাংক একাউন্টের একজন পরিচালক হবেন।
৫) তিনি বার্ষিক সাধারণ সভায় কমিটির কার্যক্রমের বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করবেন।

৬) তিনি বিভিন্ন সম্পাদকের কাজের সমন্বয় করবেন।
৭) তিনি সমিতির কাগজপত্র সংরক্ষণ করবেন।
৮) তিনি মেরিকার বাহিরে যেতে হলে কমিটিকে অবহিত করবেন এবং সহ - সাধারণ সম্পাদককে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিবেন।

ঘ) সহ-সাধারণ সম্পাদকঃ

তিনি সাধারণ সম্পাদককে সহযোগিতা করবেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে (যেমন সভায় উপস্থিত না থাকলে বা যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে থাকলে) সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বিবেচিত হবেন।

ঙ) কোষাধ্যক্ষঃ

১) সমিতির অর্থ সংক্রান্ত সকল বিষয় তিনি তত্ত্বাবধান করবেন এবং সমিতির সমূদয় অর্থ, হিসাব পত্র ও ব্যাংক বই সংরক্ষণ করবেন।
২) তিনি সমিতির ব্যাংক একাউন্টের একজন পরিচালক হবেন।
৩) তিনি দ্বিবার্ষিক ও ত্রিবার্ষিক সাধারণ সভায় এবং সভাপতির অনুরোধক্রমে যে কোন সভায় য় ব্যয়ের হিসাব পেশ এবং প্রয়োজনে ব্যাখ্যা প্রদান করবেন।
৪) তিনি ইন অনুযায়ী অডিট ও বার্ষিক ট্যাক্স রিপোর্ট সম্পন্ন করবেন এবং যথাস্থানে দাখিল করবেন। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এ ব্যাপারে তাঁকে সহযোগিতা করবেন।

চ) সহ-কোষাধ্যক্ষঃ

তিনি কোষাধ্যক্ষকে সহযোগিতা করবেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে (যেমন সভায় উপস্থিত না থাকলে বা যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে থাকলে) কোষাধ্যক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন।

ছ) সাংগঠনিক সম্পাদকঃ

১) তিনি নতুন সদস্য অন্তর্ভূক্তির জন্য ব্যবস্থা নিবেন। এজন্য তিনি নুতন গত অধিবাসীকে সমিতির সদস্য হবার হবান জানিয়ে উৎসাহিত করবেন।
২) তিনি সংবিধান ও বিধিবিধান মত সমিতি পরিচালনা এবং সাংগঠনিক শৃঙ্খলা রক্ষার দিকে নজর রাখবেন এবং প্রয়োজনে কমিটি ও উপদেষ্টাদের অবহিত করবেন।

জ) প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক:

১) তিনি সমিতির উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি এবং কার্যক্রম প্রচারের ব্যবস্থা করবেন এবং সমিতির বিভিন্ন প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করবেন।

২) তিনি বিভিন্ন প্রচার ও প্রকাশনার বাজেট এবং এতদসংক্রান্ত সকল হিসাব কমিটির সভায় পেশ করবেন।

ঝ) অফিস সম্পাদক:

তিনি অফিস কক্ষের তত্ত্বাবধান করবেন এবং অফিসে থাকা সমিতির সকল কাগজপত্র সংরক্ষণ করবেন।

ঞ) শিক্ষা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক:

১) তিনি এলাকার অধিবাসীদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা সহায়ক, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান য়োজনের ব্যবস্থা করবেন।

২) নিয়মিতভাবে শিক্ষা বৃত্তি প্রদানের জন্য তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন।

ট) সমাজকল্যাণ সম্পাদক:

তিনি কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার অধিবাসীদের জন্য বিভিন্ন সচেতনতামূলক ও উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান এবং এলাকার লোকদের জন্য সেবামূলক কার্যক্রম য়োজনের ব্যবস্থা করবেন।

ঠ) নির্বাহী সদস্য:

বিভাগীয় সম্পাদক বা সহ -সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে উক্ত বিভাগের দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া কমিটি কর্তৃক অর্পিত বা সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের অনুরোধক্রমে যে কোন দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা-১৬:কমিটি গঠন/নির্বাচন:

নিয়মিত (ভোটার) সদস্যদের প্রত্যক্ষ এবং গোপন ভোটে কমিটি নির্বাচিত হবে। "নির্বাচন কমিশন" অধ্যায় ৫ অনুযায়ী নতুন কমিটি গঠনের দায়িত্ব পালন করবে।

ধারা-১৭: কমিটির মেয়াদ ও দায়িত্ব হস্তান্তরঃ

১) নির্বাহী কমিটির মেয়াদ হবে ৩ বৎসর যা ইংরেজি বর্ষ (English calendar year) হিসেবে বিবেচিত হবে। কমিটি নির্বাচনের পর ডিসেম্বর মাসে পুরাতন কমিটি দায়িত্ব হস্তান্তর করবে।

২) কোন কারণে কমিটি গঠন না হলে বা দায়িত্ব হস্তান্তর না হলে মেয়াদান্তে অর্থ্যাৎ ৩য় বৎসরের ৩১ ডিসেম্বর কমিটি বিলুপ্ত হবে। কমিটি নির্বাচন না হলে ট্রাষ্টি বোর্ড এবং নির্বাচন হলে নির্বাচন কমিশন ঘোষিত কমিটি ঐ দিন দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে।

৩) নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন না হয়ে ট্রাষ্টি বোর্ডের দায়িত্বে কমিটি নির্বাচিত হলে (অর্থ্যাৎ ধারা ৩২ এর ৫(গ) প্রয়োগ হলে) গের কমিটি বিলুপ্ত হবার দিন থেকে পরবর্তী ৩ বছর বিবেচিত হবে।

৪) ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান বা অনুপস্থিতিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নতুন কমিটিকে শপথ (পরিশিষ্ট খঃ শপথ নামা) পাঠ করাবেন।

ধারা-১৮: কমিটি সদস্যদের বির"দ্ধে অভিযোগ বা অনাস্থা আনয়ন ও নিস্পত্তিঃ

১) কমিটির যে কোন সদস্যের বিরুদ্ধে যে কোন নিয়মিত সদস্য গঠনতন্ত্র বিরোধী কার্যক্রমের বা অর্থ ক্ষতির বা অ্মসাতের বা সম্পত্তি ক্ষতির অভিযোগ বা অনাস্থা নতে পারবেন। অভিযোগ বা অনাস্থার বিস্তারিত বিবরণ ও প্রয়োজনীয় প্রমাণ সহ লিখিত কারে সভাপতি /সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে কমিটিতে পেশ করতে হবে। তবে সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে অভিযোগ বা অনাস্থার কপি ট্রাষ্টি বোর্ডকে প্রদান করতে হবে।

২) কমিটি সর্বোচ্চ ৩ মাসের মধ্যে অভিযোগকারী, অভিযুক্ত সদস্য ও প্রয়োজনে উপদেষ্টাদের উপস্থিতিতে লোচনা করে এবং প্রয়োজনে তদন্ত করে অভিযোগের মিমাংসা করবে।

৩) অভিযোগ প্রমাণিত হলে উক্ত সদস্যকে কমিটি হতে অব্যাহতি দেয়া যাবে এবং র্থিক ক্ষতির কারণ হলে সমিতি উক্ত সদস্য হতে ক্ষতি দায়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবে। এক্ষেত্রে প্রথমে ট্রাষ্টি বোর্ডকে অবহিত করতে হবে এবং দরকার হলে সমিতি ইনের শ্রয় নিতে পারবে।

৪) কমিটি অভিযোগ বা অনাস্থার ব্যপারে কোন ব্যবস্থা না নিলে ট্রাষ্টি বোর্ডের নিকট উক্ত অভিযোগ বা অনাস্থা নতে পারবেন। ট্রাষ্টি বোর্ড এর সুপারিশ অনুযায়ী কমিটি ব্যবস্থা নিবে।

৫) অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হলে বা অসৎ উদ্দেশ্যে নিত হলে অভিযোগকারী সদস্যের বিরুদ্ধে কমিটি ব্যবস্থা নিতে পারবে।

ধারা-১৯: কমিটি হতে অব্যাহতি/পদত্যাগ ও শূন্যপদ পূরণ:

১) নির্বাহী কমিটির কোন সদস্যের বিরুদ্ধে নিত অভিযোগ বা অনাস্থা প্রমাণিত হলে; কমিটি নির্বাচনে প্রার্থী হবার যোগ্যতা হারালে বা স্থায়ীভাবে যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করলে উক্ত সদস্যকে সংশ্লিষ্ট পদ হতে অব্যাহতি দেওয়া হবে।
২) কমিটির কোন সদস্য নিজ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে অথবা পরপর ৩ টি কমিটি সভায় উপস্থিত না থাকলে কমিটি থেকে তাকে অব্যাহতি দে ওয়া যাবে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে থাকলে তা বিবেচ্য হবে না। এক্ষেত্রে তাকে লিখিত কারে সভাপতি /সাধারণ সম্পাদককে জানাতে হবে।
৩) কমিটির কোন সদস্য নিজ পদ থেকে পদত্যাগ করার ক্ষমতা রাখেন। এজন্য সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক বরাবর লিখিত পদত্যাগপত্র জমা দিতে হবে। কমিটির সভায় লোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত নে ওয়া হবে। সভাপতি পদত্যাগ করতে হলে সহ -সভাপতির মাধ্যমে কমিটি বরাবর পদত্যাগপত্র জমা দিতে হবে।
৪) কমিটির কোন পদ শূন্য হলে কার্যকরী কমিটি উক্ত পদ পূরণ করবে। সভাপতির শূন্য পদে ১ম সহ -সভাপতি, ১ম সহ -সভাপতির শূন্যপদে ২য় সহ -সভাপতি, ২য় সহ-সভাপতির শুন্যপদে নির্বাচনে উক্ত পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারীদের মধ্য হতে, সম্পাদকের শূন্যপদে সহ -সম্পাদক এবং সহ -সম্পাদকের শূন্যপদে নির্বাহী সদস্য হতে এবং নির্বাহী সদস্যের শূন্যপদে কমিটি নিয়মিত সদস্য হতে মনোনীত করবে এবং ট্রাষ্টি বোর্ডের অনুমোদনক্রমে নির্বাচিত বলে গণ্য হবেন।

অধ্যায়-৫: কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচন

ধারা-২০: নির্বাচন কমিশন গঠন:

১) কার্যনির্বাহী কমিটি মেয়াদের শেষ/৩য় জুন মাসে পরবর্তী কমিটি নির্বাচনের জন্য ১ জন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং ৪ জন নির্বাচন কমিশনার নিয়ে ৫ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করবে।
২) সমিতির কাজকর্মে ন্তরিকতার প্রমাণ রেখেছেন , বিচক্ষণ, সাংগঠনিক জ্ঞান সম্পন্ন, সদস্যদের স্থাভাজন ও গ্রহণযোগ্য , এমন নিয়মিত সদস্য হতে নির্বাচন কমিশনার মনোনীত হবেন।

৩) কমিশনের কোন পদ শুন্য হলে ট্রাষ্টি বোর্ডের সাথে লোচনা করে কমিটি উক্ত শূন্য পদে নতুন সদস্য মনোনয়ন দিবেন।

ধারা-২১: নির্বাচন কমিশনের কার্যবিধি:

১) কমিশনের সকল কার্যক্রম ট্রাষ্টি বোর্ডের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।
২) কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ভোটার তালিকা অনুযায়ী কমিশন অধ্যায় ৪, ধারা-১৪ অনুসারে কমিটির পদ সমূহ নির্বাচনের জন্য দায়িত্ব পালন করবেন।
৩) কমিশনের সদস্যগণ লোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। কমপক্ষে ৩ সদস্যের মতামত বা সিদ্ধান্ত কমিশনের সিদ্ধান্ত বলে গণ্য হবে।
৪) কমিশন নির্বাচনের জন্য তফসিল, প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী ও চরণবিধি প্রণয়ন করবেন এবং প্রচারের ব্যবস্থা করবেন। এজন্য কমিশন নির্বাহী কমিটি, উপদেষ্টা পরিষদ ও ট্রাষ্টি বোর্ডের সাথে যৌথ সভায় লোচনা করবেন এবং কমিশন নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।
৫) নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট তৈরী করবেন এবং কমিটির নিকট পেশ করবেন।
৬) কমিশন এক বা একাধিক ভোট কেন্দ্র নির্ধারণ করা সাপেক্ষে সেপ্টেম্বর মাসে নির্বাচনের দিন ঠিক করবেন। কেন্দ্র নিয়ে জটিলতা দেখা দিলে ট্রাষ্টি বোর্ডের সাথে লোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
৭) নির্বাচন সংক্রান্ত সব বিষয়ে কমিশন স্বচ্ছ, ন্যায় ও পক্ষপাতহীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে অঙ্গীকারবদ্ধ বলে বিবেচিত হবে।
৮) নির্বাচন সংক্রান্ত সকল হিসাব এবং ভাউচার নির্বাচনের দিন থেকে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে কমিটির নিকট পেশ করতে হবে।
৯) নির্বাচন কমিশনের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে ট্রাষ্টি বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিটি ব্যবস্থা নিবে।

ধারা-২২: ভোটার ও ভোটার তালিকা:

১) জীবন সদস্যবৃন্দ এবং কমিটি মেয়াদের শেষ/৩য় বছরের (নির্বাচনী বছর) ৩০ জুনের মধ্যে ঐ বছরের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত চাঁদা পরিশোধকারী সদস্যগণ ভোটার বলে গণ্য হবেন।
২) কমিটি মেয়াদের শেষ/৩য় বছরের (নির্বাচনী বছর) জুলাই মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে প্রাথমিক ভোটার তালিকা প্রকাশ করবেন।
৩) ভোটার তালিকা নিয়ে যে কোন পত্তি বা সংশোধন কমিটি নিস্পত্তি করবেন এবং ১ গষ্টের মধ্যে চুড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবেন।

ধারা-২৩: কমিটির পদ সমূহে প্রার্থীতার যোগ্যতা:

১) নির্বাচনে প্রার্থীকে স্থায়ীভাবে কোম্পানীগঞ্জের অধিবাসী হতে হবে।

২) সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ পদে প্রার্থীতার ক্ষেত্রে সমিতিতে ৩ বছরের নিয়মিত সদস্যপদ এবং অন্যান্য পদে প্রার্থীতার ক্ষেত্রে সমিতিতে ১ বছরের নিয়মিত সদস্যপদ থাকতে হবে।

৩) সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, এবং কোষাধ্যক্ষ পদে প্রার্থীতার ক্ষেত্রে মেরিকার বৈধ রেসিডেন্স (ইউ এস পাসপোর্ট বা গ্রীন কার্ডধারী) হতে হবে।

৪) ক) দায়িত্বরত ট্রাষ্টি বোর্ড ও নির্বাচন কমিশন এর কোন সদস্য প্রার্থী হতে পারবেন না।

খ) কোন উপদেষ্টা নির্বাচনে প্রার্থী হতে হলে মনোনয়নপত্র দাখিলের পূর্বে উপদেষ্টা পদ থেকে পদত্যাগ করতে হবে।

৫) যুক্তরাষ্ট্রের ইনে গুরুতর অপরাধে (অর্থ প্রতারণা, খুন, নারী ও শিশু নির্যাতন, ড্রাগ সংক্রান্ত) সাজা প্রাপ্ত হলে কমিটিতে প্রার্থী হতে পারবেন না।

৬) সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে পরপর অথবা একই পদে একাধারে দুই বার নির্বাচিত হলে তৃতীয়বার কমিটি নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না। তবে পরবর্তীতে পুনরায় প্রার্থী হতে পারবেন।

৭) সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক পদের যে কোনটিতে দুই বার নির্বাচিত হলে পুনরায় ঐ পদে প্রার্থী হতে পারবেন না।

৮) কমিশন কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলী ও চরণবিধি এবং নির্বাচনী ফলাফল সহ নির্বাচন বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত সকল প্রার্থীকে মেনে চলার অঙ্গীকার করতে হবে।

ধারা-২৪: নির্বাচন পদ্ধতি:

১) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত মাধ্যমে (ব্যালট, মেশিন বা অন্যান্ন) ভোট প্রদান করতে হবে। প্রত্যেক ভোটার নির্বাচিতব্য প্রতিটি পদের জন্য একটি করে ভোট প্রদান করবেন।

২) বাইরের সিটি/স্টেট - এ অবস্থানরত সম্মানীত সদস্যদের ভোটাধিকার এর স্বচ্ছতা, শৃঙ্খলা ও স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার নিশ্চয়তা প্রদানের লক্ষ্যে সদস্যবৃন্দ ভোট কেন্দ্রে শারীরিকভাবে উপস্থিত হয়ে ভোট প্রদান করবেন।

৩) ভোট গ্রহণ শেষে ভোট গণনা করা হবে। কমিশন ভোট গণনা শেষে মৌখিক ফলাফল এবং অনধিক ৭২ ঘন্টার মধ্যে লিখিত ফলাফল ঘোষণা করবেন। প্রত্যেক পদে সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্ত প্রার্থী উক্ত পদে বিজয়ী বলে গণ্য হবেন।

৪) মনোনয়নপত্র বাচাই ও প্রত্যাহারের পর কোন পদে একজন মাত্র প্রার্থী থাকলে উক্ত পদে তিনি বিজয়ী বলে ঘোষিত হবেন।
৫) কোন পদে কোন প্রার্থী না থাকলে নির্বাচিত কমিটি প্রথম সভায় উক্ত পদে ধারা-২৩ অনুযায়ী মনোনীত করবেন।
৬) কোন পদে একের অধিক প্রার্থীর সমান সর্বোচ্চ ভোট (অর্থ্যাৎ টাই) হলে লটারীর মাধ্যমে উক্ত পদে বিজয়ী প্রার্থী নির্ধারিত হবে। এজন্য কোন অবস্থায় পুনরায় ভোট গ্রহণ করা যাবে না।
৭) ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্যগণ ভোট গ্রহণ, ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং কোন সমস্যা উদ্ভূত হলে কমিশনের সাথে লোচনাক্রমে তাৎক্ষণিক সমাধান করার ক্ষমতা রাখেন।

ধারা-২৫: নির্বাচন সংক্রান্ড় অভিযোগ/ আপত্তি এবং নিস্পত্তিঃ

১) কোন প্রার্থীর মনোনয়ন পত্র বা প্রার্থীতা নিয়ে কোন অভিযোগ থাকিলে প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশের ৪৮ ঘন্টা র মধ্যে নির্বাচন কমিশন বরাবর প্রয়োজনীয তথ্য প্রমাণ সহ লিখিতভাবে বেদন করতে হবে।
২) মনোনয়নপত্র বা প্রার্থীতা সম্পর্কে কমিশনের সিদ্ধান্ত নিয়ে পত্তি থাকলে কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রকাশের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ৫০০ (পাঁচ শত) ডলার ফি দিয়ে ট্রাষ্টি বোর্ডের নিকট লিখিতভাবে পেশ করা যাবে।
৩) ফলাফল নিয়ে কোন অভিযোগ থাকিলে লিখিত ফলাফল ঘোষণার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) ডলার ফি (অফেরতযোগ্য) দিয়ে ট্রাষ্টি বোর্ডের নিকট লিখিত ভাবে বেদন করা যাবে।
৪) ট্রাষ্টি বোর্ড সংশ্লিষ্ট পক্ষ সমূহের সাথে লোচনা , প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করে মনোনয়নপত্র/প্রার্থীতা সম্পর্কে অনধিক ৭ দিনের মধ্যে এবং ফলাফল সম্পর্কে অনধিক ৩০ দিনের মধ্যে মিমাংসা করবেন। ট্রাষ্টি বোর্ডের সিদ্ধান্ত সকল পক্ষকে মেনে চলতে হবে।
৫) ট্রাষ্টি বোর্ডকে না জানিয়ে কোন অভিযোগ বা পত্তি অন্য কোথাও উত্থাপন করা যাবে না এবং তা করিলে অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে গঠনতন্ত্র বিরোধী কার্যক্রমের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অধ্যায়-৬: তহবিল বা অর্থ সংক্রান্ত

ধারা-২৬: তহবিলের উৎস:

ভক্তি ফি, সদস্য চাঁদা, অনুদান, ফান্ড সংগ্রহ অনুষ্ঠান, বিভিন্ন প্রকাশনা, বাড়ি এবং অলাভজনক সংগঠনের জন্য ইন অনুযায়ী বিনিয়োগ (যেমন মিউচুয়াল ফান্ড)।

ধারা-২৭: তহবিল ব্যয়ের খাত:

১) সমিতির কর্মসূচি ও সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, ভবন রক্ষনাবেক্ষণ, বিভিন্ন প্রকাশনা ও অনুষ্ঠান য়োজন।

২) সাধারণ সভায় সর্বোচ্চ ৭ হাজার ডলার পর্যন্ত খরচ করার ক্ষমতা কমিটি রাখে। এক্ষেত্রে খরচের সম্ভাব্য খাত পূর্বে কমিটিতে লোচনা করে অনুমোদন নিতে হবে এবং সভা শেষে য় ব্যয়ের হিসাব কমিটিতে জানাতে হবে।

ধারা-২৮: তহবিল পরিচালনা:

১) কোষাধ্যক্ষ সমিতির তহবিল ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থা কিবেন। তবে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ অর্থ সংক্রান্ত সব বিষয় অবগত হবেন এবং সকল দায়দায়িত্ব বহন করিবেন।

২) ক) সমিতির নামে ব্যাংক একাউন্ট থা কিবে। কোষাধ্যক্ষ, সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষরে একাউন্ট পরিচালিত হবে।

খ) সাধারণ সম্পাদক বা কোষাধ্যক্ষের পদ শূন্য হবার কারণে সহ সাধারণ সম্পাদক বা সহ কোষাধ্যক্ষের একাউন্ট পরিচালনায় ইনগত সমস্যা দেখা দিলে কমিটির অন্যান্ন সদস্য হতে একাউন্ট পরিচালক নির্ধারণ করা যাবে।

গ) ব্যাংক একাউন্টের বিপরীতে কোন প্রকার ডেবিট /ক্রেডিট কার্ড বা লোন গ্রহণ করা যাবে না।

৩) যে কোন উৎস হতে সংগৃহীত অর্থ ৭ কার্যদিবসের মধ্যে একাউন্টে জমা করিতে হবে এবং এ ব্যপারে কোষাধ্যক্ষ, সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক পরস্পরকে অবহিত করিবেন।

৪) অর্থ খরচকারী নির্দিষ্ট ভাউচারের মাধ্যমে খরচের রসিদ সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষর সহ কোষাধ্যক্ষের নিকট জমা দিবেন। কোষাধ্যক্ষ সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদকের অনুমোদিত সকল হিসাব ক্যাশ রেজিষ্টারে লিখবেন এবং ভাউচার সংরক্ষণ করিবেন।

৫) যে কোন কেনাকাটা বা অনুষ্ঠানের (যেমন পিকনিক, ইফতার পার্টি, মতবিনিময় সভা ও অন্যান্ন) বা প্রকাশনার (যেমন ম্যাগাজিন, লিফলেট প্রভৃতি) বাজেট পূর্বে কমিটিতে অনুমোদিত হতে হবে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য কেনাকাটা বা অনুষ্ঠান বা প্রকাশনা শেষ হবার ৩০ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ হিসাব ও ভাউচার কোষাধ্যক্ষের নিকট জমা দিবেন।

৬) কোন অনুষ্ঠান বা কর্মসূচির খরচ বা বাড়ি সংক্রান্ত খরচ ১০ হাজার ডলার বা বেশী হলে তা বাস্তবায়নের পূর্বে উপদেষ্টা পরিষদের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। উপদেষ্টা পরিষদের অনুমোদন না পেলে কমিটি ট্রাষ্টি বোর্ডের অনুমোদনের জন্য তা পেশ করতে পারবেন। ট্রাষ্টি বোর্ডের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৭) কমিটির মাসিক সভায় ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং য় ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হবে।

৮) সাধারণ সভার পূর্বে ৩ সদেস্যের অডিট কমিটি গঠন করা হবে। অডিট কমিটি তহবিল পরিচালনা পরীক্ষা করিবে এবং কমিটি ও ট্রাষ্টি বোর্ডের নিকট রিপোর্ট পেশ করিবে। সাধারণ সভায় উক্ত রিপোর্ট অবহিত করা হবে।

৯) অডিট রিপোর্ট ও ব্যাংক একাউন্ট সহ যাবতীয় অর্থ ও কাগজপত্র দায়িত্ব হস্তান্তরের ১ মাসের মধ্যে পুরাতন কমিটি নুতন কমিটিকে বুঝিয়ে দিবে।

১০) কোন সদস্য সমিতির অর্থের ক্ষতির কারণ হলে বা ভুল খরচ দেখালে উক্ত সদস্যের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নে ওয়া হবে এবং তিনি ক্ষতি পূরণ করতে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে প্রথমে ট্রাষ্টি বোর্ডকে অবহিত ক রিতে হবে এবং প্রয়োজন হলে সমিতি ক্ষতিপূরণ দায়ে ইনের শ্রয় নিতে পারিবে।

অধ্যায়-৭: উপদেষ্টা পরিষদ

ধারা-২৯: গঠন ও মেয়াদকাল:

১) কার্যকরী কমিটি দায়িত্ব গ্রহণের ৩ মাসের মধ্যে ১৭ জন সদস্য নিয়ে এই পরিষদ গঠন করিবে। উপদেষ্টাদের মধ্যে কমপক্ষে ২ জন নিইউয়র্ক ষ্টেটের বাহির হতে মনোনয়ন দেওয়া হবে।

২) উপদেষ্টা নিয়মিত সদস্য, বিচক্ষণ, সাংগঠনিক জ্ঞান সম্পন্ন, সদস্যদের স্থাভাজন ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হতে হবে।

৩) উপদেষ্টা পরিষদ ১ এপ্রিল থেকে দায়িত্ব পালন ক রিবে এবং পরিষদের মেয়াদ হবে ৩ বছর।

৪) পরিষদের কোন পদ শুন্য হলে কমিটি উক্ত পদে নতুন সদস্য মনোনয়ন করিবেন।

ধারা-৩০: দায়িত্ব ও ক্ষমতা:

১) উপদেষ্টাগণ সভাপতির মন্ত্রণে যে কোন সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন এবং পরামর্শ ও উপদেশ দিতে পারবেন।

২) কমিটির কার্যক্রম গঠনতন্ত্রমতে ও নিয়মমাফিক হচ্ছে কিনা, তা তদারকি করবেন। বিভিন্ন কর্মসূচি ও অনুষ্ঠান য়োজনে কমিটির অনুরোধে পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিতে পারবেন এবং সার্বিক সহযোগিতা করবেন।

অধ্যায়-৮:ট্রাষ্টি বোর্ড

ধারা-৩১: গঠন ও মেয়াদকাল:

১) কমিটি দায়িত্ব গ্রহণের ৬ মাসের মধ্যে ১১ সদস্য বিশিষ্ট ট্রাষ্টি বোর্ড গঠন করিবে। বোর্ডের সদস্যগণ নিজেদের মধ্য থেকে ১ জনকে চেয়ারম্যান নির্ধারণ করিবেন।

২) সমিতির কাজকর্মে ন্তরিকতার প্রমাণ রেখেছেন , বিচক্ষণ, সাংগঠনিক জ্ঞান সম্পন্ন, সদস্যদের স্থাভাজন ও গ্রহণযোগ্য এমন নিয়মিত সদস্য হতে ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্য মনোনীত হবে ন। **দুইবার / দুই সেশন দায়িত্ব পালন করার পর পূনরায় ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্য হতে পারবেন না।**

৩) সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে বোর্ডের সদস্য হবেন। তবে, বোর্ডের নিকট সা কোন বিষয়ে পক্ষভূক্ত হলে উক্ত বিষয় নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত পক্ষভূক্ত ব্যক্তির এবং নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা পর্যন্ত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের বোর্ডের সদস্যপদ স্থগিত থাকিবে।

৪) ট্রাষ্টি বোর্ড ১ জুলাই থেকে দায়িত্ব পালন ক রিবেন এবং ট্রাষ্টি বোর্ডের মেয়াদ হবে ৩ বছর।

৫) বোর্ডের কোন পদ শুন্য হলে কমিটি উক্ত পদে নতুন সদস্য মনোনীত করতে পারবেন।

ধারা-৩২: দায়িত্ব ও ক্ষমতা:

১) ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্যগণ নির্ধারিত মেয়াদে সমিতির সর্বোচ্চ সন্মানিত সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন।

২) কমিটির কার্যক্রম বা সভা পরিচালনায় জটিলতা বা অচলাবস্থা দেখা দিলে সভাপতির অনুরোধে বোর্ড দিকনির্দেশনা দিবেন, যা সবাইকে মেনে চলতে হবে।

৩) বোর্ডের সদস্যগণ কমিটি নির্বাচনে প্রার্থী বা প্রচার কাজে অংশগ্রহণ করতে পারিবেননা।

৪) ট্রাষ্টি বোর্ড নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম তদারকি করিতে পারিবেন এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যে কোন সমস্যা কমিশনের সাথে লোচনাক্রমে তাৎক্ষণিক সমাধান করার ক্ষমতা রাখেন।

৫) নির্বাচন বা কমিটি গঠন নিয়ে কোন অভিযোগ বা পত্তি সলে ট্রাষ্টি বোর্ড অধ্যায়-৫, ধারা ২৫ অনুযায়ী সমাধান করিবেন।

৬) যদি নির্ধারিত সময়ে (ধারা- ১৭ অনুযায়ী) নির্বাহী কমিটি গঠন না হয় বা মেয়াদান্তে কমিটি বিলুপ্ত হয়, তবে ট্রাষ্টি বোর্ড কার্যনির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রাপ্ত হবেন। এক্ষেত্রে,

ক) বোর্ড শুধুমাত্র নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন।

খ) ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনার জন্য পরিচালক নির্ধারণ করতে পারবেন।

গ) অধ্যায় ৫ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন গঠন, ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে কমিটি নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন। তবে বিশেষ প্রয়োজনে অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) দিন পর্যন্ত সময় নিতে পারিবেন।

৭) ট্রাষ্টি বোর্ড উপরের ৬(গ) অনুযায়ী যথা সময়ে কমিটি নির্বাচন করতে না পারলে বোর্ড চেয়ারম্যান বিশেষ সাধারণ সভা হবান করবেন এবং উক্ত সভায় পরবর্তী করণীয় ঠিক করা হবে।

অধ্যায়-৯: সভা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

ধারা-৩৩: সভা:

১) কমিটি প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার কমিটি সভা এবং মেয়াদে কমপক্ষে ২ টি সাধারণ সভা ক রিবে। তবে জরুরী প্রয়োজনে যে কোন সময় যে কোন সভা করা যাবে।

২) সভাপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে সাধারণ সম্পাদক সভা হবান করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট সদস্যদের অবহিত করিবেন।

৩) কমিটি সভার লোচ্যসূচি সদস্যদের অবহিত করতে হবে এবং সভায় গের সভার সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করা হবে।
৪) সাধারণ সভার স্থান ও তারিখ সংবাদ মাধ্যমে প্রচার করতে হবে।
৫) উপরের ১ অনুযায়ী কমিটির পরপর ৩টি সভা হবান না হলে সাংগঠনিক সম্পাদক উপদেষ্টাদের সাথে লোচনা করে অথবা কার্যকরী পরিষদের এক তৃতীয়াংশ সদস্য যৌথভাবে সভা ডাকতে পারবেন এবং সভায় লোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।
৬) উপদেষ্টা পরিষদ ৬ মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হবেন। সভাপতি সভা হবান করবেন। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সভায় উপস্থিত থাকবেন এবং কমিটির কার্যক্রম অবহিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করবেন।
৭) ট্রাষ্টি বোর্ড প্রয়োজন হলে সভা করবেন। বোর্ড চেয়ারম্যানের পরামর্শে সভাপতি সভা হবান করবেন।
৮) কমিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে উপদেষ্টা পরিষদ ও ট্রাষ্টি বোর্ডের সাথে যৌথ সভা বা মতবিনিময় সভার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।
৯) যদি কখনো ধারা ৩২(৭) প্রযোজ্য হয় এবং ট্রাষ্টি বোর্ড প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয় অর্থ্যাৎ সমিতি নির্বাহী নেতৃত্বহীন হবার কারণ দেখা দিলে কমপক্ষে ২৫ নিয়মিত সদস্য যৌথ স্বাক্ষরে তলবী সাধারণ সভা হবান করতে পারবেন এবং উক্ত সভায় পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করা হবে।

ধারা-৩৪: সিদ্ধান্ত গ্রহণ:

১) সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কমিটির সভায় অর্ধেকের বেশি (৮ জন) সদস্যের উপস্থিতি এবং সাধারণ সভায় কমপক্ষে শতকরা ৫ ভাগ (১/২০ অংশ) নিয়মিত সদস্যের উপস্থিতি থাকতে হবে। উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত সভার সিদ্ধান্ত বলে গণ্য হবে।
২) যদি কোন সভায় কোরাম না হয়, তাহলে অনধিক ৩০ দিনের মধ্যে পুনরায় সভা হবান করা যাবে। উক্ত সভায় যদি কোরাম না হয় তবে উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত সভার সিদ্ধান্ত বলে গণ্য হবে।
৩) উপদেষ্টা পরিষদের সভায় কমপক্ষে ৭ জন এবং ট্রাষ্টি বোর্ডের সভায় নূন্যতম ৫ সদস্যের উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে।
৪) যে কোন সভায় পক্ষে বিপক্ষে মত সমান (টাই) হলে সভার সভাপতি সিদ্ধান্ত নির্ধারণী ভোট প্রদান করতে পারবেন। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অনুপস্থিত সদস্য কোন ব্যাখ্যা চাইতে পারবেন না।

অধ্যায়-১০: গঠনতন্ত্র

ধারা-৩৫: গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা:

গঠনতন্ত্রের কোন ধারা বা উপধারা বা শব্দের অর্থ বা ব্যাখ্যা অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণ বা অন্য ধারার সাথে অসংগতিপূর্ণ মনে হলে এতদব্যাপারে ট্রাষ্টি বোর্ডের মতামতই গ্রহণযোগ্য হবে।

ধারা-৩৬: গঠনতন্ত্রের সংশোধন:

ক) গঠনতন্ত্রের কোন সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন বা পরিবর্তন করতে হলে কমপক্ষে ১০ নিয়মিত সদস্যের লিখিত প্রস্তাব কমিটির নিকট পেশ করতে হবে। কমিটি নোটিসকারীদের এবং উপদেষ্টাদের উপস্থিতিতে সভায় লোচনা করবে এবং গ্রহণযোগ্য হলে তা পরবর্তী সাধারণ সভায় পেশ করা হবে। সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে তা গৃহীত হবে।

খ) জরুরী প্রয়োজনে (সাধারণ সভা, কমিটি নির্বাচন, সদস্য সংগ্রহ, ভোটার তালিকা) সমিতির কার্যক্রমে শৃঙ্খলা ও গঠনতন্ত্রের কার্যকারিতা অব্যাহত রাখার স্বার্থে ট্রাষ্টি বোর্ড, উপদেষ্টা পরিষদ ও নির্বাহি কমিটির যৌথ সভায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গঠনতন্ত্রের সংশ্লিষ্ট ধারা বা উপধারা স্থগিত বা পরিবর্তন করতে পারবেন এবং তা পরবর্তী সাধারণ সভায় অবহিত করতে হবে।

ধারা-৩৭: গঠনতন্ত্র কার্যকর:

জানুয়ারী ২০১১ ইং থেকে এ গঠনতন্ত্র কার্যকর হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং পূর্বতন গঠনতন্ত্র ও বিধিবিধান রহিত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

পরিশিষ্ট - ক: গঠনতন্ত্র প্রণয়ন:

কার্যনির্বাহী কমিটির ১ জানুয়ারী ২০১১ এর সভায় গঠিত গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি:

১। জনাব ইলিয়াস হমেদ মাষ্টার
২। জনাব বদুল মালেক ভিপি
৩। অধ্যাপক খায়রুল ইসলাম মিন্টু
৪। ডাঃ মোহাম্মদ নূর লম ছিদ্দিক (মুন্না)
৫। জনাব মিনহাজ উদ্দিন বাবর
৬। জনাব বদুল মালেক
৭। জনাব মোঃ ইউছুপ জসিম
৮। জনাব মোঃ নাসিম

৯। জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন
১০। জনাব সেলিম চৌধুরী (ভিপি বাবুল),সভাপতি
১১। জনাব লতিফুর রহমান লিটন,সাধারণ সম্পাদক

সাধারণ সভায় অনুমোদন: ৬ জুন ২০১১ ইং
১ম সংশোধন- সাধারণ সভা: ০৭ জুলাই ২০১৩ ইং
২য় সংশোধন- সাধারণ সভা: ২৪ জুলাই ২০১৬ ইং
৩য় সংশোধন- সাধারণ সভা: ২০ জানুয়ারী ২০১৯ ইং

পরিশিষ্ট-খ: শপথ নামা:

মি ---------- এই মর্মে শপথ করিতেছি যে,"কোম্পানীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, ইউ ইস এ" এর কার্যনির্বাহী কমিটি ----------ইং এর ----------পদে সমিতির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী মার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পালন করিব।
মি সমিতির লক্ষ্য ও দর্শ পূরণ এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকিব।
মি সমিতির গঠনতন্ত্র এবং স্বার্থ বিরোধী কোন রকম কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিব না।
মহান সৃষ্টিকর্তা মার সহায় হউন।

ধন্যবাদান্তে,

আব্দুল মালেক	মোশারফ হোসাইন সবুজ
প্রেসিডেন্ট	সাধারণ সম্পাদক
৯১৭-৫০০-৮৫৩৮	৬৪৬-৬৬২-৯১১৮

কার্যনির্বাহী কমিটি ২০১৪-২০১৬ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।
১ম প্রকাশ : ১ গষ্ট ২০১৩
সংশোধিত কপি প্রকাশ: ২০ শে জানুয়ারী ২০১৯